আবদুর রহমান গং

দুই মহিলা সহ সামান্য সংখ্যক ইভিল পলিটিশিয়ান ও ধর্মব্যবসায়ীরা দেশটাকে যেভাবে পারছে লুটে পুটে খাচ্ছে। *আবদুর রহমান, নিজামী, আমিনী, সিদ্দিকুর রহমান, চরমোনাই পীর ..... গং'রা কি এতোটাই **বেকুব** যে নিজেরা ও তাদের পোলাপানরা সুইসাইড করবে???*

তানবীরা তালুকদার আমার কথাগুলোর সবই লিখে ফেলেছেন। আমি আর কি লিখব! আমি যেন এই কথাগুলোই বলতে চেয়েছিলাম। শুধু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য দু'লাইন লিখছি। তবে তানবীরা তালুকদারের ভাষা দেখে মনে হয়েছে তিনি একজন সাধু-সন্নাসীর সাথে কথা বলছেন! *এইসব লম্পটদের সাথে কি অতো ভদ্র ভাষায় কথা বললে চলে?* কথায় বলে না, 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর', 'লাঠির মাথায় ভুত দৌড়ে', 'সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠেনা'। এইসব লম্পট টাইপের হারামজাদাদের সাথে লম্পটি ভাষায় কথা বলতে হবে। গা চুলকানি মার্কা সহজ-সরল কথায় কি কাজ হবে?

এক মহিলা তার পোলা-মাইয়াকে আমেরিকাতে পড়ালেখা করাইয়া সেখানেই রেখে দিয়েছে। আরেক মহিলার দুই দিনের এক পোলা আজ বিলিয়েনিয়ার। এই দুই মহিলা ক্ষমতার লোভে মাদরাসা ও তার ক্যারিকুলাম নিয়ে কখনও উচ্চ-বাচ্য করে না। মাদরাসাগুলো কিভাবে চলছে তার কোন খোঁজ-খবর রাখে না। মাদরাসার হাজার-হাজার তরুণ ছেলেগুলো আজ দুনিয়া সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। তাদেরকে ব্রেনওয়াশ করে সুইসাইড বোম্বার বানানো সহজ হবে না তো তারেক জিয়া আর জয়'কে ব্রেন ওয়াশ করা সহজ হবে??? খবর নিয়ে দেখুন আবদুর রহমানের পোলাদের আদৌ মাদরাসাতে পড়াচ্ছে কি না।

কথায় আছে না 'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী'। এইসব ডাকাত টাইপের লম্পটদের প্রশ্ন করে কি লাভ? ডাইরেক্ট এ্যাকশন ছাড়া কিছুই হবে না।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com